''মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়াশোনায় আওয়াজের প্রয়োজন নেই - এখানে তো বাবা একটিই মন্ত্র দিয়েছেন যে, বাচ্চারা সাইলেন্সে থেকে আমাকে স্মরণ করো''

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের ঈশ্বরীয় নেশা থাকে তার নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় নেশায় থাকা বাচ্চাদের আচরণ খুব রয়্যাল হবে। ২- মুখে কম কথা বলবে। ৩- তাদের মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞান যুক্ত কথা অর্থাৎ রত্ন বের হবে। এমনিতেও রয়্যাল মানুষ খুব কম কথা বলে। তোমরা তো হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের তো রয়্যালটিতে থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের পিতা বসে অসীম জগতের আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এমন কেউ নেই যে বলবে, অসীম জগতের বাচ্চাদের বোঝাই। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমাদের অসীম জগতের পিতা হলেন উনি, যাঁকে শিববাবা বলি। যদিও মানুষ তো অনেক আছে যাদের নাম শিব। কিন্তু তারা কোনও অসীম জগতের পিতা তো নয়। অসীম জগতের পিতা একমাত্র শিববাবা উনি পরমধাম থেকে এসেছেন। উনি নিরাকার, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। তাঁকেই ভগবান বলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন দেবতা। ভগবান উনি পরম ধামে থাকেন, উনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। তোমরা কোনও গুরু গোঁসাই এর সম্মুখে নও। তোমরা জানো যে আমরা অসীম জগতের সম্মুখে বসে আছি। অসীম জগতের পিতা মধুবনে এসেছেন। মানুষ বলে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন মধুবনে, কিন্তু নয়। অসীম জগতের পিতার মুরলী মধুবনে ধ্বনিত হয়। বাবা বোঝান আমি প্রতি কল্পে কল্পে সঙ্গমযুগে আসি, যুগে-যুগে নয়। মানুষ যুগে-যুগে আসি বলে এই ভুল করে দিয়েছে । এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তির। এমন নয় যে এগুলি অনাদি। বাবা বুঝিয়েছেন এই সাগর এবং জলের নদী গুলি সব অনাদি। বাকি এমন নয় যে ভক্তি হল অনাদি। তোমরা জানো সত্যযুগ, ত্রেতায় ভক্তি হয় না। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপরে। অসীম জগতের পিতা উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, উনি ব্রহ্মার দ্বারা বসে জ্ঞান শোনাচ্ছেন। সূক্ষ্মবতনে তো শোনাবেন না, বাবা এখানে সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন, তাই তো গায়ন আছে দুরদেশের নিবাসী .... তোমরা জানো আমরা আত্মারা হলাম ব্রাদার্স। দুরদেশের নিবাসী। যারা গান করে তারা কিছুই বোঝে না। তোমরা হলে যাত্রী, দুরদেশ থেকে এসেছো পার্ট প্লে করতে। তোমরা জানো এ' হল কর্মক্ষেত্র। এখানে হার এবং জিতের খেলা । এই কথাও বাবা বোঝান। সব মানুষ চায় - শান্তি চাই। শান্তি কোনো মুক্তিধামের উদ্দেশ্যে বলে না। এখানে থাকে আর শান্তি চাইতে থাকে। কিন্তু এখানে তো মনের শান্তি প্রাপ্ত হবে না। সন্ন্যাসীরা শান্তির জন্য জঙ্গলে চলে যায়, তাদের নলেজ নেই যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের কেবল নিরাকারী দুনিয়ায় শান্তি প্রাপ্ত হয়। তারা ভাবে আত্মা, ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। এই কথাও বোঝে না যে আত্মার স্ব ধর্ম ই হল শান্ত। এই আত্মা কথা বলে। আত্মা থাকে শান্তিধামে। সেখানেই তার শান্তি প্রাপ্ত হবে। এই সময় সকলের শান্তি চাই। সুখ আছে বলে সন্ন্যাসীরা মানে না। তারা তো নিন্দা করতে থাকে, কারণ শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে সত্য যুগ ত্রেতায় কংস জরাসন্ধ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভুলে গেছে। তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়ে গেছে। বাবা বলেন আমি হলাম নিরাকার। তারা বলে পরমাত্মা হলেন নাম-রূপ থেকে পৃথক। এক দিকে মহিমা গায়ন করে, পরক্ষণেই বলে সর্ব ব্যাপী, যদি নাম-রূপ থেকে পৃথক হবে তবে সর্ব ব্যাপী কীভাবে হবে। আত্মারও রূপ অবশ্যই আছে। কেউ বলতে পারেনা যে আত্মা নাম রূপ বিহীন। বলে ভ্রুকুটির মাঝখানে .... সুতরাং আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। পরমাত্মা পুনর্জন্ম নেন না। জনম-মরণে মানুষ আসে। এ হল তোমাদের পড়াশোনা। পড়াশোনায় কোনো গান বাজনা ব্যবহার হয় না। তোমাদের পড়াশোনা হয় সকালে। সেই সময় মানুষ ঘুমায়। বাস্তবে তোমাদের রেকর্ড ইত্যাদি বাজানোর কোনো দরকার নেই। আমরা তো ধ্বনির ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সাইলেন্সে থাকি। এসব তো নিমিত্ত রূপে সবাইকে জাগ্রত করার জন্য বাজাতে হয়। মুরলী পড়লে অথবা শুনলে আওয়াজ বাইরে যায় না। পড়াশোনায় আওয়াজ হয় না। বাবা বসে মন্ত্র দেন - বাচ্চারা সাইলেন্সে থেকে আমাকে স্মরণ করো। এখানে কোনো গুরু ইত্যাদি তো নেই যে, উনি বসে এক একজনের কানে মন্ত্র দেবেন। তারপরে বলে দেন কাউকে বলবে না। এখানে তো এইসব কথা নেই। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর।

এ'হল গীতা পাঠশালা। সুতরাং পাঠশালায় কোনো মন্ত্র দেওয়া হয় কি ? তোমরা যখন পার্সোনালি কাউকে বোঝাও তখন রেকর্ড বাজাও নাকি ? না। ক্লাসেও এমন ভাবতে হবে। চিত্রও সামনে আছে। যে কখনও কোনো ম্যাপ দেখেনি সে কীভাবে বুঝবে কোথায় ইংল্যান্ড, কোথায় নেপাল আছে। যদি ম্যাপ দেখে থাকে তবে তো বুদ্ধিতে আসবে। বাচ্চারা, তোমাদেরও

চিত্রের উপরে সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্য বোঝানো হয়েছে। এই নলেজ এমনই যে চিত্র ব্যতীতও কাউকে বোঝাতে পারো। মানুষ তো ভগবানের বিষয়ে কিছুই জানেনা। কল্পের আয়ু লম্বা চওড়া করে দিয়েছে। এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। পরে তোমাদের অন্যকে বোঝাতে হবে। ৪-টি যুগের ৪-টি ভাগ করতে হবে পরে অর্ধেক-অর্ধেক করতে হবে। অর্ধেক ভাগে নতুন দুনিয়া, অর্ধেক ভাগে পুরানো দুনিয়া। এমন নয় যে নতুন দুনিয়ার আয়ু বড় করে দেবে। যদি কোনো বাড়ির আয়ু হয় ৫০ বছর তো অর্ধেক সময় পেরিয়ে গেলে পুরানোই বলবে। দুনিয়ার জন্যও এমনই বলা হয়। এ'সব কথা বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান। এতে গান গাইবার বা কবিতা ইত্যাদি শোনাবার দরকার নেই। আমরা সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ, আমাদের নিয়ম কায়দা সবই পৃথক। কেউ জানেনা যে সঙ্গম যুগ কাকে বলে, সঙ্গমে কি হয় ? তোমরা জানো দুরদেশের নিবাসী পিতা, পতিত দুনিয়ায় এসেছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের দুরদেশ নেই। দুরদেশ হল শিববাবার এবং আত্মাদের। আমরা সবাই নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী। প্রথমে হল নিরাকারী দুনিয়া তারপরে আকারী তারপরে সাকারী। নিরাকারী দুনিয়া থেকে সর্বপ্রথমে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা আসে নতুন সৃষ্টিতে । প্রথমে সূর্যবংশী কুল ছিল, পরে চন্দ্রবংশী কুলের আত্মারা আসবে। যখন সূর্যবংশীরা আছে তখন চন্দ্রবংশী নেই। চন্দ্রবংশীরা যখন থাকে তখন বলা হয় সূর্য বংশীরা পাস্ট হয়ে গেছে। ত্রেতায় বলা হবে লক্ষ্মী-নারায়ণের পার্ট পাস্ট হয়ে গেছে। বাকি এমন বলা হবে না যে আমরা পুনরায় বৈশ্য, শূদ্র হবো, নয়। এই নলেজ তোমাদের এখন আছে। বাবা তোমাদেরকে চক্রের রহস্য বুঝিয়ে দেন। যদিও তারা ত্রিমুর্তি বানিয়েছে। কিন্তু শিবকে দেখানো হয়নি। শিবকে জানলে তো চক্রের কথাও জানবে। শিবকে না জানার দরুন চক্রের কাহিনীও জানেনা। গায়ন আছে দুরদেশের নিবাসী... কিন্তু জানেনা যে ভগবানই হলেন পতিত-পাবন। তোমরা জানো এ'হল বিশাল যজ্ঞ। ওই যজ্ঞে তিল যব ইত্যাদি অর্পণ করে। এ'হল রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্রজ্ঞান যজ্ঞ । এই যজ্ঞে সম্পূর্ণ দুনিয়ার সামগ্রী স্বাহা করা হয়। যাদের রাজত্ব নেওয়ার আছে তারাই পূর্ণ রূপে যোগ যুক্ত থাকে। সিলভার এজে দুই কলা কম হয়ে যায়। প্রথমে ১২৫০ বছরের সময় সত্যযুগের। পরে ৬২৫ বছরে এক কলা কমে যায়, সুতরাং অবতরণ কলা হল তাইনা। ত্রেতায় আত্মায় আরও খাদ পড়ে যায় অর্থাৎ কলা বা কোয়ালিটি কমে যায়। এখন বাচ্চারা তোমাদের বোঝানো হয় - যত বেশী বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ রাখবে ততই খাদ বেরিয়ে যাবে। নাহলে দন্ড ভোগ করে পড়ে সিলভার যুগে আসবে। শ্রীকৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে, দোলনায় দোলায়। রামকে এত দোলানো হয় না। আজকাল তো রেস চলে। কিন্তু এই কথা কেউ জানেনা যে লক্ষ্মী-নারায়ণই হলেন বাল্যবস্থায় রাধে-কৃষ্ণ । রাধে-কৃষ্ণের উপরে অনেক দোষ দেওয়া হয়েছে, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপরে কোনো দোষ নেই। শ্রীকৃষ্ণ হলেন শিশু বালক। বালক এবং মহাত্মাকে সমান বলা হয়। মহাত্মা গণ সন্ন্যাস করে, শ্রীকৃষ্ণ তো পতিত নন তাহলে সন্ন্যাস করবেন কেন। ছোট বালক পবিত্র হয়, তাই তাদের সবাই ভালোবাসে। প্রথমে হল সতো প্রধান পরে সতো-রজঃ-তমঃতে আসে। শ্রীকৃষ্ণকে সবাই খুব ভালোবাসে। বাবার মন্মনাভব মন্ত্রটি তো বিখ্যাত। দেহী-অভিমানী হও। দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করো। এই জ্ঞান তোমরা সকল ধর্মের মানুষকে প্রদান করতে পারো। অসীম জগতের পিতা বলেন আল্লাহকে স্মরণ করো। আত্মা হল আল্লাহ'র সন্তান। আত্মা বলে খোদা তালা। আল্লাহ সাঁই। যখন আল্লাহ বলে তো নিশ্চয়ই আত্মার পিতা হলেন নিরাকার, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। আল্লাহ বললে অবশ্যই দৃষ্টি উপরে যাবে। বুদ্ধিতে আসে যে, আল্লাহ উপরে বাস করেন। এ হল সাকার সৃষ্টি। আমরা সেখানকার নিবাসী।

বাবা বলেন - আমিও পথিক, তোমরাও পথিক। কিন্তু তোমরা পথিকরা পুনর্জন্মে আসো, আমি পথিক পুনর্জন্মে আসি না। আমি তোমাদের ছিঃ ছিঃ পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত করি। এই রাবণের রাজ্যে তোমরা অনেক দুঃখে আছো তাই আমাকে আহ্বান করো। বাবা কত ভালো ভালো কথা বোঝান তোমাদের। বাচ্চারা, এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখানে অনেক দুঃখ আছে। প্রতিটি বস্তুর অনেক দাম এখন। সেসব সস্তা তো আর হবে না। আগেকার সময়ে অনেক সস্তা ছিল। সবার কাছে আনাজ ইত্যাদি অঢেল ছিল। সত্য যুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজ। সেখানে স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। সেখানে শুধু সোনা আর সোনা থাকবে, রৌপ্যও থাকবে না। সেখানকার বাজার দেখার মতন হবে। হীরে জহরাত কত কি ধারণ করবে। সেখানে হীরে-জহরাত দিয়েই খেলাধুলা করা হয়। কৃষি কার্যের জমি-জায়গা অঢেল থাকবে। এখানে আমেরিকায় এত আনাজ উৎপন্ন হয় যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এখন তো যা বাকি থাকে সেসব বিক্রি করা হয়। ভারতকে দান করে দেয়। ভারতের দেখো কি গতি (অবস্থা) হয়েছে! বাবা বলেন আমি তোমাদের কত রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেছিলাম। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম অনেক সুখ প্রদান করে। তারই নাম গোল্ডেন এজ অর্থাৎ স্বর্ণ যুগ। মোহম্মদ গজনবী অনেক হীরে-জহরত লুট করে উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেছে। কত খানি সম্পদ নিয়ে গেছে কোনও হিসেব করতে পারবে না । এখন তোমরা পুনরায় মালিক হচ্ছো। এক পথিক এসে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে সুন্দর করেন। কবরখানাকে পরিবর্তন করে পরিস্তান স্থাপন করেন। এখানে তোমরা বাচ্চারা এসেছো রিফ্রেশ হতে। পথিককে স্মরণ করো। তোমরাও হলে পথিক বা যাত্রী। এখানে এসে ৫ তত্ত্বের শরীর ধারণ করেছো। সূক্ষ্ম বতনে ৫ তত্ব হয় না। ৫ তত্ব হয় এখানে, যেখানে তোমরা পার্ট

প্লে কর। আমাদের প্রকৃত দেশ হল ওইখানে। এই সময় আত্মা পতিত হয়ে গেছে তাই বাবাকে আহবান করে যে আপনি আসুন - এসে আমাদের পবিত্র করুন। রাবণ আমাদের পতিত করে শ্যাম বর্ণ করে দিয়েছে । যখন থেকে রাবণ এসেছে আমরা পতিত হয়েছি। এখন অবশ্য বুঝতে পেরেছি যে আমরা পবিত্র ছিলাম তাই তো স্মরণ করে - হে পতিত-পাবন এসো। কেউ তো আছেন যাঁকে স্মরণ করা হয়, আহবান করা হয়। বাচ্চারা, পিতাকে সম্বোধন করে বলে, ও গড ফাদার! তাঁর নামই হলো হেভেনলি গড ফাদার। নিশ্চয়ই তিনি হেভেন রচনা করবেন।

বাবা বুঝিয়েছেন এই পড়াশোনা করতে কোনো রকম গান বাজনার প্রয়োজন নেই। বাবা বলেছেন যে, কয়েকটি ভালো রেকর্ড আছে যা বাবা বানিয়েছেন - তাই যখন উদাসীনতা অনুভব হবে তখন নিজেকে রিফ্রেশ করার জন্য সেই গান গুলি বাজিয়ে শুনতে পারো । কিন্তু যত কম আওয়াজ করবে ততই ভালো। রয়্যাল মানুষ কম আওয়াজ করে। মুখে খুব কম কথা বলতে হবে। যেন রত্ন বেরোচ্ছে। তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান তো কতখানি রয়্যাল হয়ে থাকা উচিত, কতখানি তোমাদের নেশা থাকা উচিত। রাজার সন্তানেরও এত নেশা থাকবে না যতখানি নেশা তোমাদের থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে সদা রিফ্রেশ রাখতে হবে। মুখ দিয়ে সদা যেন রত্ন (জ্ঞানযুক্ত কথা) নির্গত হয় । কখনও উদাসীনতা অনুভব হলে বাবার বানানো গান শুনতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার প্র্যাক্টিস করতে হবে। স্মরণে থেকে আত্মার মধ্যে জমা বিকার রূপী খাদ দূর করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- একের স্মরণে মনকে একাগ্র করে মন্মনাভব থাকা এভাররেডি সম্পূর্ণ ভব

সর্বদা স্মৃতিতে রাখো যে প্রতি মুহূর্তে এভাররেডি থাকতে হবে। যে কোনও সময়ে যেরকম পরিস্থিতিই আসুক না কেন, আমরা এভাররেডি থাকবো। আগামীকাল যদি বিনাশ হয় তবুও আমরা প্রস্তুত। এভাররেডি অর্থাৎ সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এক পিতা দ্বিতীয় নয় কেউ - এর প্রস্তুতি চাই। মন সদা একের প্রতি মন্মনাভব হয়ে থাকলে এভাররেডি হয়ে যাবে। এভাররেডি হয়ে সেবা করো তাহলে সেবায় সহযোগিতা প্রাপ্ত হবে, সফলতাও প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ- বাবার হাজার গুণ সাহায্যের পাত্র হতে হলে সাহসের (হিম্মতের) সাথে এগিয়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;